

COSTING
পরিব্যয় নির্ধারণ

১। পরিব্যয় নির্ধারণ বা Costing কাকে বলে?

উঃ পরিব্যয় নির্ধারণের কৌশল ও পদ্ধতিকে পরিব্যয় নির্ণয় বা Costing বলে।

২। পরিব্যয় হিসাবশাস্ত্র বা Cost Accountancy কাকে বলে?

উঃ যে শাস্ত্রে উৎপাদন সংক্রান্ত পরিব্যয় নির্ধারণ ও পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণের নীতি, পদ্ধতি এবং কৌশল যা অবলম্বন করে পরিব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিষ্ঠানের লাভ-অর্জনের ক্ষমতা নির্ধারণ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয় তাকেই পরিব্যয় হিসাবশাস্ত্র বলে।

৩। পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণ বা Cost Accounting কাকে বলে?

উঃ কোনো পণ্য বা সেবা উৎপাদনের পরিব্যয় নির্ধারণ, পরিব্যয় বিশ্লেষণ, পরিব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা নির্ণয়ের কাজকে পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণ বা Cost Accounting বলে।

CIMA প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী হিসাবনিকাশকরণ হল, “কোনো কার্যপ্রণালী, প্রক্রিয়া, কার্যাবলি অথবা পণ্য উৎপাদনের জন্য বাজেট প্রস্তুতকরণ, মানক ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় নির্ধারণ করা এবং তার মাধ্যমে ব্যয়ের বৈষম্য ও মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করা অথবা সামাজিক প্রয়োজনে অর্থের ব্যবহার সম্বন্ধে জানা।”

এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা দরকার যে বর্তমানে পরিব্যয় হিসাবশাস্ত্রের (Cost Accountancy) পরিবর্তে পণ্ডিতগণ পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণ (Cost Accounting) শব্দটি বেশি ব্যবহার করে থাকেন।

৪। পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণের উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করো।

উঃ নিচে হিসাবনিকাশকরণের উদ্দেশ্য ও পরিধি আলোচনা করা হল –

(ক) পণ্য ও সেবার উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় (Determination of Cost of Products and Services): পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মোট উৎপাদন ব্যয় এবং একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

(খ) পণ্য ও সেবার উৎপাদন ব্যয়সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ (Collection of information and analysis of cost product and services): প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের ধারা যথাযথভাবে বজায় রাখার জন্য উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণ দরকার। পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণের মাধ্যমে এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সম্ভব হয়।

(গ) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা (Reducing the cost of Production): পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণ যেমন উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ে সাহায্য করে, তেমন কীভাবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা যায় সে ব্যাপারেও ধারণা দেয়।

(ঘ) পরিব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Cost Control): পরিব্যয়ের সঠিক নিয়ন্ত্রণের উপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা নির্ভর করে। পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণের সাহায্যে পরিব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

(ঙ) বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ (Determination of Selling Price): প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে পণ্য বা সেবার বিক্রয়মূল্য কত হবে তা নির্ধারণ করতে না পারলে ব্যবসায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। উৎপাদিত পণ্য বা সেবার সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণ সাহায্য করে।

(চ) পরিচালনায় সাহায্য (Helps to Management): ব্যবস্থাপকরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। তাঁদের পরিচালনার উপর প্রতিষ্ঠানের উন্নতি-অবনতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে পরিচালকরা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

৫। পরিব্যয় হিসাবনিকাশের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো? Discuss the features of Cost Accounting.

উঃ পরিব্যয় হিসাবনিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ-

(ক) পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ করা যায়।

(খ) এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যয় হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।

(গ) পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্ষেত্র বা বিষয়এর দক্ষতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।
 (ঘ) পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণ ব্যবস্থাপকদের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
 (ঙ) প্রতিষ্ঠান সফলভাবে চলছে কিনা বা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকে থাকে সম্ভব কিনা তা জানার ক্ষেত্রে পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণ পথ দেখায়।

৬। পরিব্যয় একক বা Cost Unit কাকে বলে?

উঃ প্রতিষ্ঠানে যে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে সেই উৎপাদিত পণ্য বা সেবাকে যে ব্যয় এককে প্রকাশ করা হয় তাকে পরিব্যয় একক বা Cost Unit বলে।

CIMA প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে, “পরিব্যয় একক হল উৎপাদিত পণ্য বা সৃষ্ট সেবার পরিমানগত একক যার উপর ভিত্তি করে পরিব্যয় নির্ণয় করা হয়”।

উদাহরণস্বরূপ- শক্তি বা Power এর পরিব্যয় একক হল Kilowatt, কাঠের পরিব্যয় একক হল cubic foot, Steel এর পরিব্যয় একক হল Tonne ইত্যাদি।

৭। পরিব্যয় কেন্দ্র বা Cost Centre কাকে বলে?

উঃ কোনো স্থান, কাজ অথবা যন্ত্রপাতি যার জন্য পরিব্যয় নির্ণয় করা হয় ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যয় এককের সাথে যুক্ত করা হয়, তাকে বলে পরিব্যয় কেন্দ্র বা Cost Centre. ইহাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন – (i) ব্যক্তিক পরিব্যয় কেন্দ্র (ii) অ-ব্যক্তিক পরিব্যয় কেন্দ্র (iii) প্রক্রিয়া পরিব্যয় কেন্দ্র (iv) ক্রিয়া পরিব্যয় কেন্দ্র (v) স্থানগত পরিব্যয় কেন্দ্র

নীচে একটি তালিকার মাধ্যমে কোন্ কোন্ বিষয় কোন্ পরিব্যয় কেন্দ্রের অন্তর্গত সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল –

বিষয়	কোন পরিব্যয় কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত
লেদ মেশিন	অ-ব্যক্তিক পরিব্যয় কেন্দ্র
সেলস ম্যানেজার	ব্যক্তিক পরিব্যয় কেন্দ্র
কার্পেন্টার শপ	অ-ব্যক্তিক পরিব্যয় কেন্দ্র
কেমিক্যাল শিল্প	প্রক্রিয়া পরিব্যয় কেন্দ্র
এক বা একাধিক মেশিন দ্বারা সম্পাদিত কাজ	ক্রিয়া পরিব্যয় কেন্দ্র
উত্তর পূর্বাঞ্চল কেন্দ্র	স্থানগত পরিব্যয় কেন্দ্র

একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাজের ভিত্তিতে কয়েকটি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট পরিব্যয় তালিকা দেওয়া হল-

বিভাগ(কাজের ভিত্তিতে)	পরিব্যয় কেন্দ্র
Machine shop	Production cost centre
Welding shop	Production cost centre
Electric Power house	Service cost centre
Internal Transport	Service cost centre
Canteen	Service cost centre
Sales Counter	Selling and Distribution cost centre

৭। পরিব্যয় একক ও পরিব্যয় কেন্দ্রের পার্থক্য লিখ। Distinguish between Cost Unit and Cost Centre.

উঃ

পরিব্যয় একক (Cost Unit)	পরিব্যয় কেন্দ্র (Cost Centre)
১. পণ্য বা সেবার উৎপাদনকে যে এককের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে পরিব্যয় একক বলে।	কোনো স্থান, কাজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যার জন্য পরিব্যয় নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে পরিব্যয় কেন্দ্র বলে।
২. এটি পণ্য বা সেবা উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত।	এটি সমগ্র প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত।
৩. উৎপাদিত পণ্য বা সেবাকে বিভিন্ন এককে প্রকাশ করা হয়, যেমন, কেজি প্রতি, টন প্রতি, প্রতি কিলোমিটার প্রভৃতি।	এটি বিজ্ঞান সম্মতভাবে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বন্টন এবং ব্যয় বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।
৪. পরিব্যয় কেন্দ্রের কাজ শেষ হবার পর পরিব্যয় এককের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবাকে প্রকাশ করা হয়।	পরিব্যয় এককের আগে পরিব্যয় কেন্দ্রের কাজ সম্পাদিত হয়।
৫. একটি উৎপাদিত দ্রব্য একটি পরিব্যয় এককের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।	কোনো পণ্য বা সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটিমাত্র পরিব্যয় কেন্দ্র থাকবে তা নয়, বিভিন্ন পরিব্যয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা উৎপাদন হতে পারে।

৮। আর্থিক হিসাবনিকাশকরণ ও পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণের পার্থক্য লিখ। Distinguish between Financial Accounting and Cost Accounting.

উঃ

বিষয়	আর্থিক হিসাবনিকাশকরণ	পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণ
১। প্রকৃতি	প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনের ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় আর্থিক হিসাবনিকাশকরণের অন্তর্ভুক্ত।	পণ্য উৎপাদন বা সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে যে প্রকৃত ও সম্ভাব্য ব্যয়, সেগুলি হিসাবের বইতে লিখে শ্রেণীবদ্ধ করে ও বন্টন করে পরিব্যয় সংক্রান্ত হিসাবনিকাশ করা হয়।
২। প্রয়োগের ক্ষেত্র	একটি হিসাবনিকাশকরণ যে কোনো ধরনের ব্যবসায় বা অব্যবসায় সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	পণ্য উৎপাদনকারী এবং সেবা সরবরাহকারী সংস্থার ক্ষেত্রে পরিব্যয় নির্ণয় করার জন্য এই হিসাবনিকাশকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

৩। উদ্দেশ্য	প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থা এই হিসাবনিকাশকরণের মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়।	পণ্য বা সেবার একক প্রতি ব্যয়, পরিব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রস্তুতের জন্য পরিব্যয় হিসাবনিকাশকরণের সাহায্য নেওয়া হয়।
৪। লেনদেনের প্রকৃতি	অর্থ সম্পর্কিত সবধরনের লেনদেন যা প্রতিষ্ঠানে অবিরত সংঘটিত হচ্ছে তার হিসাবরক্ষণ করা হয়।	পণ্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ প্রকৃত ও সম্ভাব্য ব্যয় তার হিসাব রাখা এই হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়।
৫। হিসাবকাল	এই হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে আর্থিক তথ্য বছরের শেষে পেশ করতে হয়। তবে অনেক তালিকাভুক্ত কোম্পানি প্রতি তিন মাস অন্তর আর্থিক তথ্য পেশ করে।	প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে প্রদান করে।
৬। তথ্যের প্রকৃতি	প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা এই হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে করা যায়।	প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ব্যয় লক্ষ্য, প্রক্রিয়া, বাজার ইত্যাদি বিষয়ের জন্য ব্যয় এই হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।